ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 152 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩০৮ ● কলকাতা ● ৩০ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● সোমবার ● ১৭ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 115

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তোমার গুরুত্বাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আমাদের এই অসুখ ঠিক হোক। আর পরে চমৎকারভাবে ঐ আদিবাসী লোকেদের অসুখ ঠিক হয়।"

"বাস্তবিকভাবে ঐ লোকেরা পৃথিবীর সান্নিধ্যে সন্তুলিত হয়। পৃথিবী সন্তুলন ও স্থিরতা প্রদান করে। কিন্তু এর জন্য পৃথিবী যে এক তত্ত্ব (সত্তা)- এই জ্ঞান হতে হবে।

ক্রমশঃ

পুলিশের ভূমিকায় 'ক্ষুব্ধ' মন্ত্রী শোভনদেব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বারাকপুর: খড়দহের উত্তেজনা। রহড়া থানার বন্দিপুরের যুবককে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার ঘটনায় পুলিশের একাংশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বললেন, 'আমি জানি না, পুলিশ কার দালালি করছে? সমাজবিরোধীদের? তা না হলে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য বাড়বে কেন? এতদিন তো সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল।'একইসঙ্গে মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, "পুলিশ সঠিকভাবে চললে কোনও গন্ডগোল হতে পারে না। টুকটাক ঝামেলা হতেই পারে। তার মানে এই নয় যে কাউকে প্রাণে মারার চেষ্টা হবে। তাই, পুলিশের

এরপর ৬ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বিস্ফোরণের কয়েক ঘন্টা আগে টাকা তুলেছিল উমর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ উমর নবীর গতিবিধির সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, ১০ নভেম্বর বিস্ফোরণের প্রায় ১৮ ঘন্টা আগে, উমর নূহের একটি এটিএমের বাইরে গাড়ি নিয়ে আসে। তারপর এটিএম থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করে। বিস্ফোরণে ব্যবহৃত I 20 গাড়িটি নিয়েই এসেছিল সে।পুলিশ তদন্তে জানা গিয়েছে উমর নুহের দিল্লি-আলওয়ার রোডের হিদায়াত কলোনিতে ১০ দিনের জন্য একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিল। ১০ নভেম্বর বিস্ফোরক বহনকারী I 20 গাড়িতে করে এই ঘর ছেড়ে চলে যায়। ভাড়া করা বাড়িটি আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিশিয়ান শোয়েবের শ্যালিকার। শোয়েব ইতিমধ্যেই পুলিশ হেফাজতে আছে। মূলত গোলপুরী গ্রামের বাসিন্দা তার শ্যালিকা বর্তমানে পলাতক। ১৫ নভেম্বর পুলিশ তার বাড়িতে গেলে তাকে পাওয়া যায়নি। জারি রয়েছে তল্লাশি।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এটিএমে কোনও টাকা না পেয়ে উমর গার্ডকে নগদ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করে। তারপর গার্ডকে নিয়ে অন্য একটি এটিএমে যায়। তারপর টাকা তুলে তাকে আবার এসে আগের এটিএমের কাছে নামিয়ে দেয়। প্রায় ১০ মিনিট পরে, উমরের গাড়িটি দিল্লি-মুম্বাই-বদোদরা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে দিল্লির দিকে যেতে দেখা যায়। সেই সন্ধ্যায় ৬:৫২ মিনিটে দিল্লির লাল কেল্লার কাছে I 20'টি বিস্ফোরিত হয়। এতে ১৩ জন নিহত হয়।

১০ নভেম্বর রাত ১:০২ মিনিটে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, উমর নুহ জেলার ফিরোজপুর ঝিরকার বিওয়া রোডে অবস্থিত এইচডিএফসি ব্যাংকের এটিএমের কাছে একটি I 20 গাড়ি নিয়ে আসছে। গাড়ি থেকে নেমে সে কালো মাস্কে মুখ ঢেকে প্রথমের এটিএম কিয়স্কে যায়। প্রায় তিন মিনিট ধরে সেখান থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু এটিএম-এ টাকা ছিল না। এরপর গার্ডকে ৫,০০০ টাকার লোভ দেখিয়ে গাড়িতে তোলে।

সূত্র বলছে, এটিএম থেকে টাকা পাওয়া না যাওয়ায় উমর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপত্তারক্ষী মোহর সিংয়ের কাছে যায়। উমর তাকে বলে যে তার ৫০,০০০ টাকা খুব প্রয়োজন। গার্ড তাকে জানান যে এটিএম খালি। এরপর উমর তাকে প্রলোভন দেখিয়ে বলেন, অন্য কোনও এটিএম থেকে টাকা তুলতে সাহায্য করতে পারলে সে ৫,০০০ টাকা দেবে

রাত ১:০৫ মিনিটে, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, নিরাপত্তারক্ষী উমরের সঙ্গে গাড়িতে উঠেছিলেন। এরপর সে নুহের চারপাশে গার্ডটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। একাধিক এটিএম পরীক্ষা করে দেখে। অবশেষে, নগদ থাকা একটি এটিএম খুঁজে পায়। উমর টাকা তুলে রাত ১:২৫ মিনিট নাগাদর একই এইচডিএফসি ব্যাংকের এটিএমের কাছে ফিরে আসে এবং গার্ডকে নামিয়ে দেয়।

রাত ১:৩৩ মিনিটে দিল্লির দিকে গাড়িটি যেতে দেখা যায়। আরেকটি সিসিটিভি ক্লিপিংয়ে দেখা যাচ্ছে রাত ১:৩৩ মিনিটে দিল্লি-মুম্বাই-ভদোদরা এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজায় একই আই২০ গাড়ি দিল্লির দিকে যাচ্ছিল। সূত্রের ধারণা, নুহে টাকা তোলার পর, উমর সরাসরি দিল্লিতে গাড়ি চালিয়ে যায়, তারপর সেখানে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটায়।

ভোটারদের মতামত জানতে নিজের বিধানসভায় জনবাক্স বসালেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জেলমুক্তির পর বাড়িতে ফিরে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন বেহালার মানুষের কাছে বিচার চাইবেন। যাঁরা তাঁকে ভোট দিয়ে বিধায়ক বানিয়েছেন, তাঁদের কাছেই বিচার চাইবেন। সেই জন্য বেহালা পশ্চিমে জনবাক্স বসিয়েছেন তিনি। সেখানের জনগণের চিন্তাভাবনা জানতে চেয়েছেন।জেল থেকে বাড়িতে ফিরে তিনি প্রথমবার বিবৃতি দিয়েছিলেন, আগামী দিনে সত্যের জয় হবেই। নিজের বিধানসভা কেন্দ্রকে নিয়ে তিনি দায়বদ্ধ। যারা তাঁকে সৎ মানুষ মনে করেন, পরপর পাঁচবার তাঁকে নির্বাচনে জিতিয়েছেন, তিনি তাদের কাছেই বিচার চাইবেন।দীর্ঘ ৩ বছর ২৩ মাস ১৯ দিন পর জেল থেকে বেরিয়েছেন তিনি। বিধানসভার মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বিচ্ছিন্ন। তাই তাঁর সম্পর্কে মানুষের মতামত কী সেটা জানতে এই বাক্স বসিয়েছেন। এলাকার মানুষ তাঁকে নিয়ে কী ভাবছেন, সেটা লিখে এই বাক্সে ফেলতে বলা হয়েছে। এলাকায় এলাকায় এই বাক্স বসিয়ে মানুষের মতামত জানতে চান। সামনেই রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। তাঁর আগে নিজের এলাকাতে তাঁর বিষয়ে কে কি ভাবছে সেটাই বুঝে নিতে চাইছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।

অন্যদিকে, নিজের বিধানসভায় সাধারণ মানুষের কাছে উত্তর চেয়েছেন। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে প্রমাণ চেয়ে সাধারণ মানুষের কাছেই জবাব চেয়েছেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়ার পরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। গিয়েছিল মন্ত্রী পদও। কিন্তু এখনও তিনি বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক। নিজের বিধানসভা এলাকায় তাঁর অনুগামীরা লিফলেট বিলি করেছেন, দুয়ারে বিধায়ক। সেখানে নিজের বক্তব্যের পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে এলাকার মানুষের বক্তব্য জানতে চান। সেখানে রয়েছেন, তিনি কি কারও কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন? যদি নিয়ে থাকেন, তাহলে প্রমাণ সহ তা জানানো হোক।

এসআইআর আতঙ্ক ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ক্যানিংয়ে সম্প্রীতির প্রতিবাদ সভা।

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং

সারা রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এসআইআর আতঙ্ক। অভিযোগ, এই আতঙ্কে ইতিমধ্যেই বহু মানুষ চরম মানসিক চাপে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। সমগ্র পরিস্থিতি রাজ্যজুড়ে এক ভয়াবহ সামাজিক সংকট তৈরি করেছে। আর সেই আবহেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবাধিকার রক্ষার বার্তা দিতে একাধিক সংখ্যালঘু সংগঠন এবং মানবাধিকার কর্মী হোসেন গাজীর উদ্যোগে রবিবার বিকেলে ক্যানিং থানার বুড়ির মোড়ে অনুষ্ঠিত হল এক সম্প্রীতির প্রতিবাদ সভা। আর এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের আইনজীবি শামীম আহমেদ, আইনজীবী এসকে বাবুলাল, দেশ বাঁচাও কমিটির সাধারণ সম্পাদক হোসেন গাজী, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সভাপতি মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমী সহ শ্রীমতি বনিত হাজরারা। আর এদিনের উপস্থিত এই বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্যে বারবারে অভিযোগ করেন, এসআইআর ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যের নানা প্রান্তে অযথা আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। সেই আতঙ্কের সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ ওঠে। বক্তারা একযোগে বলেন, সমাজের সব গোষ্ঠীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

আর এদিনের এই সভায় বক্তারা এসআইআর ইস্যুর পাশা বিহারের সদ্যসমাপ্ত ভোটের ফলাফলেও প্রশ্ন তোলেন। তাদের অভিযোগ, এনডিএ জোটের ব্যাপক জয়ের নেপথ্যে রয়েছে সংগঠিত কারচুপি। সেই প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান তারা। সেই সঙ্গে এই প্রতিবাদ সভা জুড়ে বারবার উঠে আসে—দ্বন্দ্ব নয়, ঐক্য চাই; ভীতি নয়, সম্প্রীতি চাই। সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি বলেই মত দেন আয়োজকেরা।

আরে এদিনের এই সম্প্রীতির প্রতিবাদ সভা সম্পর্কে বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা সারা বাংলা সংখ্যা লঘু যুব ফেডারেশনের সভাপতি আনোয়ার হোসেন কাসেমী প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, " এদের স্বাধীন করতে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু আজকের স্বাধীনতার এতো গুলো বছর পরে এসে আবার সম্প্রীতির সভা করতে হচ্ছে,কারণ হলো সেদিন যারা ব্রিটিশদের দালালি করেছিলো,ব্রিটিশদের জুতো পালিশ করেছিল, তাদেরকে সাপোর্ট করেছিলো সেই আরএসএস কিন্তু সেদিন সেই স্বাধীনতা কে তারা মানেনি!ফলে ব্রিটিশরা চলে গিয়েছে বটে কিন্তু সেই ভাইরাস কিন্তু এদেশে থেকে গিয়েছিলো! সেই আরএসএস আবারও স্বাধীন ভারত কে ধর্মীয় মেরুকরণের ভিত্তিতে আবারো বিপন্ন করে তোলার চেষ্টা করছে। আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানকে বিপন্ন করার চেষ্টা করছে। যার ফলে বর্তমানে এখন আমাদের হিন্দু-মুসলিম ক্রিস্টিয়ান,শিখ, জৈন সকলকে একসাথে রুখে না দাঁড়ায় তাহলে আবারও এই স্বাধীন ভারত বর্ষ গোলামের পিঞ্জরায় আবদ্ধ হতে চলেছে। তাই আমি মনে করি এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে গেলে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায় এরূপ সম্প্রীতির সভার প্রয়োজন। তা নাহলে এই ধর্মীয় বিভাজনের সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব হবে না!"

কড়া নিরাপত্তায় হাওড়া-শিয়ালদহ স্টেশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে শিয়ালদহ এবং হাওড়া স্টেশন চত্বর। গাড়ি, ট্যাক্সি, অ্যাপ ক্যাব কোনো কিছুই যেতে দেওয়া হচ্ছেনা শিয়ালদহ স্টেশনের মেন গেটের কাছাকাছি এলাকায়। বেশ কিছুটা দূর থেকে ব্যারিকেড করে সব গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পুলিশকে তথ্য ভান্ডার বাড়াতে হবে। সেই মোতাবেক তৎপর কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় আবার বাংলার উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থেকে এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। ওই ছাত্রও আল ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াশোনা করতেন। তদন্তে এই জানা গিয়েছে, বিস্ফোরক ঢুকেছিল বাংলার মুর্শিদাবাদেও।গাড়ি নিয়ে স্টেশনে আসা সব যাত্রীদের কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ওঠা এবং নামানো করতে হচ্ছে।। কোনো গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছেনা স্টেশন চত্বরের বাইরে। শিয়ালদহ শেষ্টনের বাইরে থাকা পার্কিংয়ে চলছে অনবরত R P F এর নজরদারি। প্রত্যেকটি গাড়ি ধরে ধরে তল্লাশি চালানোর পর পার্কিং স্পেসে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।।

যাত্রীদের সঙ্গে থাকা লাগেজ কয়েক দফায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে RPF এর তরফে।স্টেশন চত্বরের বাইরে তল্লাশি চালাচ্ছে বোম্ব স্কোয়াড। শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন স্বশস্ত্র RPF জওয়ান। প্রসঙ্গত, দিল্লির ঘটনার পরে বৈঠকে বসে লালবাজারের কর্তারা। পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ কোন অচেনা ব্যাক্তি কোন এলাকায় অযথা ঘুরলে বা সন্দেহ হলে নজর রাখতে হবে।

নাকা চেকিং পয়েন্ট জোরদার করতে হবে, একই জায়গায় না করে বিভিন্ন জায়গায় নাকা করার নির্দেশ। প্রতিটি হোটেলে নজরদারি আরও বেশ করে চালাতে হবে। কোন তথ্য পেলে তৎক্ষনাৎ ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি বাইরে থেকে লোক এলে কারা কেন এবং কতদিনের জন্য এল, তা জানতে হবে।

সম্পাদকীয়

এনপিকে সার দিয়ে বিস্ফোরক বানাচ্ছে জঙ্গিরা

বিস্ফোরণ তদন্তে উঠে এল যেন আরও ভয়াবহ তথ্য, চাষের কাজে ব্যবহৃত এনপিকে সারই নাকি জঙ্গিদের হাতে হয়ে উঠছে শক্তিশালী বিস্ফোরক তৈরির উপাদান। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের মিশ্রণে তৈরি এই সার ফরিদাবাদের তিন ডিলারের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে কিনেছিল জঙ্গিরা। গোয়েন্দাদের হাতে সেই তথ্য পৌঁছাতেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে, ফরিদাবাদের ঘটনায় জঙ্গিরা চাষি পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন দোকান থেকে ধাপে ধাপে এনপিকে সংগ্রহ করেছিল, যাতে কারও সন্দেহ না জাগে। পরে সেই সারই অন্যান্য রাসায়নিকের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা হয় বিস্ফোরক। এতদিন পর্যন্ত মরসুমি সারের কালোবাজারিই ছিল কৃষি দফতরতরের প্রধান সমস্যা। এখন তার সঙ্গে যোগ হয়েছে জঙ্গি-অপব্যবহারের আতঙ্ক। ফলে নজরদারি ও নথিভুক্তি নিয়ে প্রশাসনের মাথাব্যথা আরও বেড়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারায় ২ জঙ্গিকে খতম করল সেনা, ফের কিছুর ষড়যন্ত্র পাকের?

সরকারি সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে এমন অপব্যবহার রুখতে সার কেনার ক্ষেত্রে আরও কঠোরতা আনা হচ্ছে। আধার নম্বর দেওয়া তো থাকবেই, সঙ্গে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বায়োমেট্রিক যাচাই আঙুলের ছাপ মিলিয়েই মিলবে সার। দীর্ঘদিন ধরেই এই নিয়ম থাকলেও তা কার্যকর হয়নি পুরোপুরি। এবার আর ঢিলেমি নয়, কড়া প্রয়োগই একমাত্র লক্ষ্য। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মেহেবুব মণ্ডল জানান, আগে সারের কালোবাজারি বন্ধ করতেই এমন নিয়ম চালু হয়েছিল। কিন্তু এখন তো বিপদের ধরনই বদলে গেছে, এনপিকে দিয়ে বিস্ফোরক তৈরি হচ্ছে, তাই বাধ্য হয়েই নির্দেশ আরও কঠোর করা হয়েছে। জেলা থেকে জেলা প্রতিটি জায়গায় কতজন লাইসেন্সধারী ডিলার সার বিক্রি করছেন, কোন গুদামে কত মজুত আছে সবই কৃষি দফতরের নথিতে রয়েছে। এবার নজরদারি হবে আরও নিবিড়।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, লাইসেন্স ছাড়া কেউ সার বিক্রি করতে পারবে না। ক্রেতাদের আধার নম্বর নথিভুক্ত করতে হবে ডিলারদের। বায়োমেট্রিক নেওয়া হবে বাধ্যতামূলকভাবে। কত পরিমাণ সার বিক্রি হল, তার সঠিক রসিদও চাষিকে দিতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয়, যদি কেউ অস্বাভাবিকভাবে বেশি এনপিকে কিনে, সঙ্গে সঙ্গে সেটি 'সন্দেহজনক লেনদেন' বলে গণ্য হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

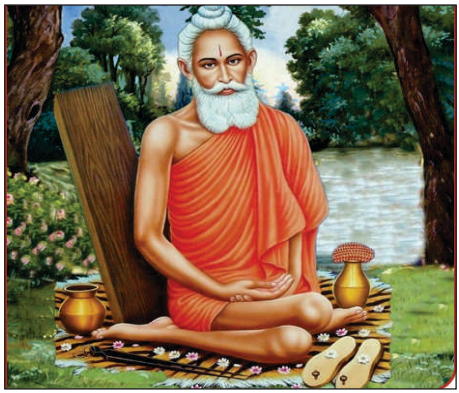

কমলাদেবী। তিনি ছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের ৪র্থ পুত্র।লোকনাথের জন্মস্থান নিয়ে; শিষ্যদেরও ভেতরে বিতর্ক আছে। নিত্যগোপাল সাহা এ বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন ও আদালতের রায় অনুযায়ী; তার জন্মস্থান কচুয়া বলে চিহ্নিত হয়। যদিও অনেকে মনে করেন তার জন্মস্থান; বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণার চৌরাশি চাকলা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ফালাকাটা পুলিশের আবারো বড়োসড় সাফল্য গাঁজাসহ ৩ পাচারকারী গ্রেফতার

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটায় আল্টো গাড়িতে করে গাজা পাচারের সময় গ্রেপ্তার তিন যুবক।অল্টো গাড়িতে ২৫.৪৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার,গ্রেপ্তার তিন।গোপন সূত্রে তথ্যের ভিত্তিতে বড় সফলতা পেল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এস ও জি) শনিবার রাতে একটি অল্টো গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ২৫.৪৯ কেজি নিষিদ্ধ গাঁজা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার রাতে ফালাকাটা-মাদারিহাট রোডের রেল ওভারব্রিজে পুলিশ তিনজনকে ধরতে সক্ষম হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তরা অল্টো গাড়িতে করে অবৈধভাবে গাঁজার চালানটি পরিবহন করছিল বলে সন্দেহ হয়। (এস ও জি) টিম গাড়িটিকে আটক করে তল্লাশি চালায়।এরপর গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ২৫.৪৯ কেজি গাঁজা।

ঘটনায় ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট আইনের ধারায় একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। এই পাচার চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তার সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই শেষ মূর্তিটিকে কালী রূপের প্রাথমিক আভাস বলে দাবী করেছেন অশোক রায়। স্পষ্টই, বাকি সবকটি মূর্তিই চামুণ্ডা/চর্চিকা/রক্ষিণীর। পালযুগের চামুণ্ডা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের কালীকল্পনায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গঙ্গাসাগর স্নানেই জীবনের মোক্ষ লাভ

ঈশানী মল্লিক :

(শেষ পর্ব)

যায়।

সময় লাগে প্রায় ১ ঘন্টা। ট্রেনে :

আপনি শিয়ালদহ থেকে রেলপথেও যাত্রা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে শিয়ালদহ থেকে কাকদ্বীপ বা নামখানা পৌঁছতে হবে। তবে এই রেলপথ, দেশের বাকি অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন। আপনি যে স্টেশন থেকেই যাত্রা শুরু করুন না কেন, সাগরদ্বীপ পৌঁছতে ট্যাক্সি, বাস ও নৌ-পথে যেতেই হবে।

আকাশপথ :

কলকাতার দম দমে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করুন। এর পরে, সড়কপথের জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হল গঙ্গাসাগরে পৌঁছানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার হেলিকপ্টার পরিষেবাগুলি পরিচালনা করে।গঙ্গাসাগর মেলার সময় কোথায় থাকবেন

অনুষ্ঠানস্থলে রাজ্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। দর্শনার্থীরা সেখানে থাকার ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনার পায়ের বিশ্রামের জন্য কাছাকাছি কটেজ এবং হোটেল রুম রয়েছে।

কাছাকাছি দর্শনীয় স্থান:

রাত্রিবেলা মেলা প্রাঙ্গন

গঙ্গাসাগর মেলায় আসা তীর্থযাত্রীরা প্রায়শই সাগরদ্বীপের কপিল মুনি মন্দিরে যাওয়ার প্রথা হিসাবে তাদের নতুন ভোরে শুরু করেন। এখানে প্রার্থনা ও পূজা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পরিচালিত হয়।

একটু আগে বুকিং যদিও আবশ্যক তবে এই স্থানগুলি ছাড়াও, আপনি মেলার মাঠ, সমুদ্র সৈকত, সাগর মেরিন পার্ক, সাগর বাতিঘর এবং বন্দর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সুষমাদেবীচৌধুরানী মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এসডিএমবিআরআই), চিমাগুড়ি মুডফ্লাট দেখতে পারেন। এক বা দুই দিনের জন্য আপনার ছুটি বাড়াতে পারেন তবে আপনি এই জায়গার প্রাণবন্ত উচ্ছলতা অনুভব করতে পারবেন । কলকাতার কাছাকাছি দেখার জন্য অনেকগুলি ভাল জায়গা যেমন মৌসুনি দ্বীপ, বকখালি ইত্যাদি রয়েছে, আপনি সময় এবং আগ্রহের উপর নির্ভর করে আপনার ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন।

সাগর মেলা – এক কথায়

মা গঙ্গা হিন্দু ধর্মানুসারে পবিত্রতম নদী । বলা হয় যে তার কোলে একটি পবিত্র ডুব আপনার সমস্ত পাপ স্খলন করে। গঙ্গাসাগর মেল শীতকালে অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গার জল সাথে ঠান্ডা হাওয়া বয় কিন্তু ভক্তরা তখনও নবউচ্ছাস খুঁজতে এই ঠাণ্ডা জলে ডুব দেয় – তাঁরা বিশ্বাস করেন এটি বছরের সবচেয়ে শুভ দিন। গঙ্গাসাগর মেলাকে মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম জমজমাট মেলা হিসাবে গণ্য করা হয় (কুম্ভ মেলায় ভারতে সর্বাধিক সংখ্যক তীর্থযাত্রী থাকে বলে মনে করা হয়)।

গঙ্গাসাগর, বলা যায়, বাংলার প্রাচীনতম ও বৃহত্তম এক মহাতীর্থ যার উল্লেখ ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে পাওয়া যায়। প্রাচীন লোককথা অনুযায়ী, গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন রানী সত্যভামা এবং ১৪৩৭ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের বর্তমান আরাধ্য মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী রামানন্দ। এ এক মহান ঐতিহ্য, যার আলোতে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগমে আজও জ্বল জ্বল করছে। আপনি গঙ্গাসাগর মেলায় প্রজ্বলিত প্রদীপ এবং জপ মন্ত্রের দৃশ্য কখনও ভুলতে পারবেন না। মনে হবে আপনার আত্মা মোক্ষ লাভ করেছে এবং আপনি পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসী	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

গাজা-মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে পুতিন-নেতানিয়াহু ফোনালাপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ নিয়ে সারাবিশ্বই উদ্বিগ্ন। কার্যকর থাকলেও নানা কারণে ভঙ্গুর অবস্থায় থাকা যুদ্ধবিরতি নিয়ে শঙ্কা কাটছে না। জাতিসংঘে গাজা নিয়ে পাল্টা-পাল্টি প্রস্তাবও পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া।

এমন পরিস্থিতিতে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শনিবার ফোনালাপ করেছেন।

ক্রেমলিন জানিয়েছে, এই আলাপচারিতায় মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের পরিস্থিতি, বিশেষ করে গাজা উপত্যকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হামাসের সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি বাস্তবায়ন ও বন্দী বিনিময় সম্পর্কে দুই নেতা কথা বলেছেন। এছাড়া ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ও সিরিয়ায় স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়ে মতবিনিময় হয়।

বেনজামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় দুই নেতার মধ্যে ফোনালাপটি অনুষ্ঠিত হয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উদ্যোগে। আলাপচারিতায় আগের কয়েকটি আলোচনার ধারাবাহিকতায় মধ্যপ্রাচ্য ও গাজার পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় হয়।

রাশিয়ান ও ইসরায়েলি নেতাদের মধ্যে এর আগে সর্বশেষ ফোনালাপ হয়েছিল গত ৬ অক্টোবর। যেখানে তারা মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পুতিন আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ফিলিস্তিনি সমস্যা সমাধানের সমর্থনে রাশিয়ার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় ৬৯,০০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু। দুই বছরের যুদ্ধে অঞ্চলটির ভবন-স্থাপনা অধিকাংশই ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে।

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম ধাপে ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিনিময়ে ইসরায়েলি বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী গাজার পুনর্গঠন ও হামাসবিহীন নতুন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনার সমর্থনে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পৃথক প্রস্তাব পাস করানোর চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে রাশিয়া ট্রাম্পের প্রস্তাবের বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছে।

(১ম পাতার পর)

পুলিশের ভূমিকায় 'ক্ষুব্ধ' মন্ত্রী শোভনদেব

নিষ্ক্রিয়তা তো অবশ্যই রয়েছে। তা না হলে হঠাৎ কেন এই এলাকায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য বাড়বে! এতদিন তো দেখা যায়নি। এর জন্য যতদূর যাওয়ার ততদূর যাব।" যদিও এনিয়ে পুলিশের বক্তব্য, হামলার ঘটনায় একজনকেই অভিযুক্ত পাওয়া গিয়েছে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার রাতে রহড়া থানার অন্তর্গত খড়দহের বন্দিপুরের ডাঙাদিঘলা এলাকার বাসিন্দা সুরজ খানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। বর্তমানে সে কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর পরিবারের সঙ্গে শুক্রবার দেখা করতে গিয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তখনই আক্রান্তের মা মন্ত্রীর কাছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপরই পুলিশকে নিশানা করেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "কোনও ঘটনা ঘটলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করবে। আক্রান্ত যুবকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলবে। হাসপাতালে গিয়ে সবকিছু দেখবে। এটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, কিছুই করল না। উল্টে, পুলিশ বলছে মিটমাট করে নিতে! পুলিশ কার দালালি করছে? সমাজবিরোধীদের হয়ে দালালি করবে? পুলিশের তো আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল। আমি জানি না, এখানে পুলিশের কে এসে একথা বলেছিল। আমি সবসময় চেষ্টা করে এসেছি খড়দহ বিধানসভা এলাকায় সমাজবিরোধী মুক্ত করতে। কিন্তু, দু-চারজন সমাজবিরোধীর জন্য গোটা এলাকা বদনাম হবে তা মেনে নেওয়া যায় না।"

ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশ, পশ্চিমবঙ্গে ২৯ বাংলাদেশি আটক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের অভিযোগে ২৯ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করেছে ভারতীয় কোস্টগার্ড। জব্দ করা হয়েছে তাদের মাছ ধরার ট্রলারটিও।

শনিবার গভীর রাতে ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশের অভিযোগে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী তাদের আটক করে। পরে রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়। দুপুরে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, মাঝসমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে পথ হারিয়ে তারা ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়েন। তবে এর পেছনে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা।

এদিকে, অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার হাসখালী থানা পুলিশ নারী–পুরুষসহ আরও ১০ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া চলাকালীন উমরপুর গ্রামে কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক আত্মগোপন করে আছে—এমন খবর পেয়ে শনিবার রাতে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফদারকৃতদের মধ্যে পাঁচজন নারী ও পাঁচজন পুরুষ। এছাড়া ওই ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে দুই ভারতীয় দালালকেও আটক করা হয়েছে। রবিবার গ্রেফতারকৃতদের রানাঘাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

সিনেমার খবর

আমার শর্তে কাজ করতে রাজি হয়েছেন পরিচালক-প্রযোজকরা: শুভশ্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি কর্মক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি তুলে আলোচনায় আসেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। এর জেরে কয়েকটি ছবি হাতছাড়া হওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে। যদিও তার এ দাবিকে ন্যায়সংগত বলছেন কোয়েল মল্লিক ও কঙ্কনা সেন শর্মা। তবে অনেকে এটিকে 'বাড়াবাড়ি' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন টলিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলী।

ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই বিষয়টা নিয়ে অনেকেই নিজেদের মতামত দিচ্ছেন। এখানে অনেক বিষয় আছে, যা সবাইকে বুঝতে হবে। প্রথমত, মুম্বাইয়ের ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ার অনেক পার্থক্য আছে। একটা ছবি তৈরি করতে ওরা যা সুবিধা পান, এখানে আমরা কেউ তা পাই না। প্রযোজক, পরিচালক, নায়ক-নায়িকা কেউ পান না।

নিজের মা হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে শুভশ্রী বলেন, যদি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া হয়, তা হলে বলব কোনো দিন কোনো সমস্যায় পড়িনি। দীপিকার অনেক আগে আমি মা হয়েছি। সবাই জানেন, আমরা কতটা সীমিত বাজেট এবং সময়ের মধ্যে কাজ করি। কিন্তু যখন থেকে আমি মা হয়েছি, তারপর আমার শর্ত অনুযায়ী কাজ করতে রাজি হয়েছেন পরিচালক, প্রযোজকরা। আমি কিন্তু দিনে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই কাজ করি। তা নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলেননি। কেউ শিরোনামও লেখেননি। কোনো কাজ থেকে বাদ পড়েছি, এমনও নয়। সবাই সম্মান দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে শুভশ্রী অভিনীত 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবিটি। এতে 'নটী বিনোদিনী'র চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সৃজিত মুখার্জি।

মা হলেন ক্যাটরিনা কাইফ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফের কোলজুড়ে এসেছে পুত্রসন্তান। ৪২ বছর বয়সে প্রথমবারের মতো মা হলেন অভিনেত্রী। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অভিনেত্রীর স্বামী বলিউড অভিনেতা ভিকি কৌশল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে অভিনেতা লেখেন, আমাদের খুশির কারণ ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এরসঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন হৃদয়ের ইমোজি।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন ক্যাটরিনা ও ভিকি। গোপনীয়তা বজায় রেখে বসেছিল সেই বিয়ের আসর। ২০২৪ সাল থেকে ক্যাটরিনার অন্তঃসত্ত্বা হওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। মূলত, অভিনেত্রী দীর্ঘদিন লন্ডনে নিজের মায়ের কাছে গিয়ে থাকছিলেন। সেই সময় থেকে শুরু হয় জল্পনা। পাশাপাশি, অভিনয় থেকেও দূরে সরে গিয়েছিলেন তিনি।

এক দশক আগে এক সাক্ষাৎকারে ক্যাটরিনা জানিয়েছিলেন, পরিবার-স্বামী-সন্তান এই বিষয়গুলোকে তিনি বিশেষ মর্যাদা দেন। অভিনেত্রী বলেন, অন্যরকমের ভাবনাচিন্তা অনেকের থাকতেই পারে। কিন্তু আমার জন্য এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিয়ে করার স্বপ্ন দেখি। সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করতে চাই।

ছেলের পরিচালনায় সিনেমায় শাহরুখ, কবে দেখা যাবে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি সিরিজ নির্মাণ করে আলোচনায় আরিয়ান খান। সেখানে স্বল্প উপস্থিতিতে নজর কাড়েন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। বাবা-ছেলের যুগলবন্দি সিনেপর্দায় দেখতে মুখিয়ে দর্শক। কবে দুজনকে একসঙ্গে এক সিনেমায় দেখা যাবে? মিলল জবাব।

ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, খুব শিগগিরই সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে।

শোনা যাচ্ছে, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে পরিচালক হিসেবে হাতেখড়ির পর এবার সিনেমা পরিচালনায় হাত দিতে চলেছেন আরিয়ান। ইতোমধ্যে কোমর বেঁধে মাঠেও নেমে পড়েছেন তিনি। তবে মেগাস্টার বাবাকে পরিচালনা করার আগে পরিচালক হিসেবে আরেকটু পোক্ত হতে চাইছেন শাহরুখপুত্র। আর সে কারণেই আগে একটি সিনেমা তৈরি করবেন। তারপর শাহরুখকে নিয়ে নতুন সিনেমার কাজে নামবেন।

সূত্রের খবর, আরিয়ান চান নিজের যোগ্যতায় বলিউডে সাফল্য অর্জন করতে। তাই বাবাকে নিয়ে বিগ বাজেট সিনেমা তৈরির ক্ষেত্রে কোনোরকম তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না তিনি।

প্রসঙ্গত, আরিয়ান খান পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'দ্য ব্যা***ডস অব বলিউড'-এ অভিনয় করেছেন ববি দেওল, লক্ষ্য, রাঘব জুয়াল ও অন্যা প্রমুখ। এতে বলিউডের তিন খানের (শাহরুখ, সালমান, আমির) স্বল্প উপস্থিতি নজর কেড়েছিল দর্শকের।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে যেসব লজ্জার রেকর্ড গড়ল ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইডেন গার্ডেন্সে ব্যর্থ ভারতের ব্যাটিং। চতুর্থ ইনিংসে ১২৪ রান তাড়া করতে নেমে ৯৩ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছে তারা। তিন দিনের মধ্যে টেস্ট হারল ভারত। ৩০ রানে হারের পর সাতটি লজ্জার নজির গড়েছে ভারতীয় দল।

১) চতুর্থ ইনিংস সর্বনিম্ন স্কোর

দেশের মাটিতে টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে এটি ভারতের সর্বনিম্ন স্কোর। এর আগে ২০০৬ সালে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ ইনিংসে ১০০ রানে অলআউট হয়েছিল ভারত। সেই রেকর্ড আজ ভেঙে গেল।

২) সর্বনিম্ন রান ডিফেন্ড করে জয়

এটি দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রান ডিফেন্ড করে জয়। এর আগে ১৯৯৪ সালে সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১১৭ রান ডিফেন্ড করেছিল তারা। ইডেনে ভারতের বিরুদ্ধে ১২৪ রান ডিফেন্ড করলেন টেম্বা বাভুমারা। ফলে লজ্জার নজির হল ভারতের।

৩) ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জোড়া হার

ইডেনে ভারতের বিরুদ্ধে চারটি টেস্ট খেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দু'টি হেরেছে তারা। দু'টি জিতেছে। ১৯৯৬ সালে ভারতকে ৩২৯ রান হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০০৪ ও ২০১০ সালে হেরেছিল তারা। এ বার আবার জিতল। বোঝা যাচ্ছে, ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দাপট দেখাতে পারে না ভারত।

৪) ভারতের বিরুদ্ধে প্রোটিয়া স্পিনারের সেরা বোলিং

ইডেনে দুই ইনিংস মিলিয়ে সাইমন হারমার ২৯.২ ওভার বল করেছেন। ৫১ রান দিয়ে ৮ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ভারতের মাটিতে টেস্টে এটি দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো স্পিনারের সেরা বোলিং। এর আগে ১৯৯৬ সালে পল অ্যাডামস দুই ইনিংস মিলিয়ে ১৩৯ রান দিয়ে ৮ উইকেট নিয়েছিলেন। অ্যাডামসকে ছাপিয়ে গিয়েছেন হারমার।

৫) সর্বনিম্ন রান তাড়া করতে গিয়ে হার

সব মিলিয়ে টেস্টে এটি ভারতের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রান তাড়া করতে গিয়ে হার। ১৯৯৭ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বার্বাডোজে ১২০ রান তাড়া করতে পারেনি ভারত। দেশের মাটিতে এটিই ভারতের সর্বনিম্ন রান তাড়া করতে গিয়ে হার।

৬) সফরকারী দল হিসেবে ভারতের মাটিতে সর্বনিম্ন রান ডিফেন্ড করে জয়

ভারতের মাটিতে এর আগে কোনো সফরকারী দল টেস্টে এত কম রান ডিফেন্ড করতে পারেনি। ভারতের মাটিতে এই রেকর্ড ভারতেরই ছিল। মুম্বাইয়ের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১০৭ রান ডিফেন্ড করেছিল ভারত। এবার নিজেরাও লজ্জার নজির গড়ল।

৭) 'সেনা' দেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাটিতে টানা ৪ হার

সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া) দেশের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে সিরিজে খারাপ খেললেও দেশের মাটিতে ভারতের রেকর্ড ভাল ছিল। কিন্তু গৌতম গম্ভীর জামানায় তাও খারাপ হয়েছে। এর আগে নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের টেস্টে চুনকাম হয়েছিল ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেও এক ম্যাচ হারল তারা। অর্থাৎ, সেনা দেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে শেষ চারটি টেস্টের চারটিতেই হেরেছে ভারত।

জুয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে বিপাকে রায়না-শিখর, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

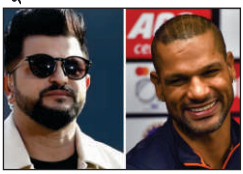

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সুরেশ রায়না ও শিখর ধাওয়ানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। নিষিদ্ধ বেটিং অ্যাপ প্রচার ও অর্থ তছরুপের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ইডি নিষিদ্ধ বেটিং অ্যাপের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে। এই অ্যাপের প্রচার যারা করছিলেন প্রত্যেককে ডাকা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই দুই তারকার মোট ১১.১৪ কোটি রুপির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

জানা হয়েছে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে এটা সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত।

এই দুই তারকা একটি সংস্থার হয়ে প্রচার করেছেন। সরাসরি এই জুয়া পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর হয়ে প্রচার না করলেও সংস্থাগুলোর হয়ে সারোগেট বিজ্ঞাপন করেছিলেন তারা। এর ফলে ঘুরপথে ভারতে বেটিংয়ের প্রচার হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি। সূত্রের খবর, এই সংস্থাগুলোর থেকে সুরেশ রায়না ও শিখর ধাওয়ান চুক্তি বাবদ টাকা নিতেন না, বদলে অন্য সুবিধা নিতেন তারা। ইডি এই লেনদেনকে অবৈধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, সুরেশ রায়নার নামে ৬.৬৪ কোটি রুপির মিউচুয়াল ফান্ড কেনা হয়েছিল। শিখর ধাওয়ানকে দেওয়া হয়েছিল ৪.৫ কোটি রুপির সম্পত্তি। এই টাকাগুলো এসেছিল বেটিং সংস্থার প্রচার করেই।

ইডি জানিয়েছে বেটিং নেটওয়ার্ক ভারত থেকে এক হাজার কোটি রুপিরও বেশি টাকা সরিয়েছে বেটিংয়ের মাধ্যমে।

ফ্রান্স দলে ফিরলেন বিশ্বকাপজয়ী কান্তে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সবশেষ গত বছরের নভেম্বরে ইসরায়েলের বিপক্ষে ম্যাচে ফ্রান্সের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। এরপর জাতীয় দলে একরকম ব্রাত্যই হয়ে পড়েন এন'গোলো কান্তে। দীর্ঘ বিরতির পর আবারও ফ্রান্স দলে ফিরলেন বিশ্বকাপজয়ী এই ডিফেন্ডিভ মিডফিল্ডার।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইউক্রেস ও আজারবাইজানের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য গতকাল দল ঘোষণা করে ফ্রান্স। দিদিয়ের দেশমের ২৪ সদস্যের দলে জায়গা পেলেন কান্তে। পুরো মাঠে দাপিয়ে বেড়ানোর জন্য পরিচিত মিডফিল্ডার বর্তমানে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল ইত্তিহাদে খেলছেন।

ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দল ঘোষণার পর কান্তের ফেরার প্রসঙ্গে বলেন, 'সে এখন তার সেরা ছন্দে আছে। আমি যখন তাকে দলে ডাকি, তা শুধু দলের অংশ হওয়ার জন্য নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য।'

ইউরোপের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে গ্রুপ-'ডি' তে শীর্ষে থাকা ফ্রান্স আগামী ১৩ নভেম্বর পার্ক দে প্রিন্সেসে ইউক্রেনের মুখোমুখি হবে। চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট সংগ্রহ কিলিয়ান এমবাপেদের। সাত পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইউক্রেনকে হারাতে পারলেই ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কাটবে ফ্রান্স। তিন দিন পরে তাদের গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচ আজারবাইজানের বিপক্ষে।

ফ্রান্সের স্কোয়াড:

গোলকিপার: লুকাস শেভালিয়ে, মাইক ম্যানিয়াঁ এবং ব্রাইস সাম্বা।

ডিফেন্ডার : লুকাস দিনিয়ে, মালো গুস্তো, লুকাস হার্নান্দেজ, থিও হার্নান্দেজ, ইব্রাহিমা কোনাতে, জুলস কুন্দে, উইলিয়াম সালিবা এবং দায়োত উপামেকানো।

মিডফিল্ডার : এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা, এন'গোলো কান্তে, মনু কোনো, মাইকেল অলিসে এবং ওয়ারেন জায়ির-এমেরি।

ফরোয়ার্ড : মাগনেস আক্লিউশ, ব্রাডলি বারকোলা, রায়ান শেরকি, হুগো একিতিকে, র‍্যান্ডাল কুলো মুয়ানি, জ্যাঁ-ফিলিপ মাতেতা, কিলিয়ান এমবাপ্পে এবং ক্রিস্টোফার এনকুকু।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR